যাকাত

কেবল একা ভালো থাকা নয়, সবাইকে নিয়ে ভালো থাকার
জন্যেই যাকাত। আত্মকেন্দ্রিকতা, স্বার্থপরতা এবং
সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার ধারণাকে
নস্যাৎ করে দেয় ইসলামের যাকাতের বিধান।
সুস্থ-সবল, বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন এবং সচ্ছল প্রতিটি মুসলিমের জন্যে
যাকাত আদায় করা ফরজ। অন্যান্য দানের মতো
এটি ঐচ্ছিক কোনো বিষয় নয়; বরং অবশ্য পালনীয়।
যাকাত আদায় না করলে ঈমান পরিপূর্ণ হয় না।

আরবি শব্দ যাকাত-এর অর্থ পবিত্র করা, পরিশুদ্ধ করা,
প্রবৃদ্ধি দান করা। যাকাত আদায়ের মধ্য দিয়ে যাকাতদাতার
অন্তর মুক্তি পায় লোভ ও কৃপণতা থেকে।
দরিদ্র-অবহেলিতের জীবন বদলে অবদান রাখায়
পরিশুদ্ধ হয় তার সম্পদ।
তিনি অর্জন করেন স্রষ্টার সন্তুষ্টি।

কল্যাণের এই ধারায় যাকাতদাতা ও যাকাতগ্রহীতাকে
সুষ্ঠুভাবে সম্পৃক্ত করতে ১৯৯৬ সালে শুরু হয়
কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রম।

কোয়ান্টামের এ প্রয়াসে যুক্ত হয়েছেন হাজারো যাকাতদাতা।
তাদের সঙ্ঘবদ্ধ সহযোগিতায় হাজার হাজার
পরিবার পেয়েছে স্বাবলম্বনের পথে এগিয়ে যাওয়ার শক্তি।

আপনিও শরিক হোন।
যাকাত দিন কোয়ান্টামে।
সঙ্ঘবদ্ধভাবে সৃষ্টির সেবায়
রাখুন সক্রিয় অবদান।

আপনি কি যাকাতদাতা?

নিজের প্রয়োজন মেটানোর পর অতিরিক্ত সাড়ে সাত তোলা সোনা (৮৫ গ্রাম) বা সাড়ে ৫২ তোলা রুপা (৫৯৫ গ্রাম) বা সমমানের অর্থ এক চান্দ্রবছর জমা থাকলে প্রাপ্তবয়স্ক বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন মুসলমানের ওপর যাকাত ফরজ। রুপার বর্তমান বাজারমূল্য হিসাবে ৫৫ হাজার টাকা থাকলে যাকাত ফরজ হয়। অর্থাৎ সব ধরনের প্রয়োজন মেটানোর পর আপনার কাছে যদি একবছরে কমপক্ষে ৫৫ হাজার টাকা সঞ্চিত থাকে, তাহলে আপনি একজন যাকাতদাতা।

যাকাতগ্রহীতা কে?

যাকাত তো শুধু ১. দরিদ্র, ২. অক্ষম, ৩. যাকাত ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত কর্মচারী, ৪. যাদের মন জয় করা প্রয়োজন, ৫. মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে, ৬. ঋণ জর্জরিত অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্যে, ৭. আল্লাহর পথে (জনকল্যাণমূলক কাজ, ধর্মপ্রচার ও প্রতিষ্ঠার কাজে) এবং ৮. মুসাফিরদের জন্যে ব্যয় করা যাবে। (যাকাতের অর্থ ব্যয়ে) এটাই আল্লাহর বিধান। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। —সূরা তওবা : ৬০

১ দরিদ্র (ফকির) : শারীরিক-মানসিকভাবে কর্মক্ষম হওয়া সত্ত্বেও প্রতিকূল অবস্থার কারণে বেকার ও উপার্জনহীন হয়ে পড়েছে এমন মজুর ও শ্রমজীবী, ছিন্নমূল মানুষ এবং শরণার্থী।

২ অক্ষম (মিসকিন) : শারীরিক জটিলতা, রোগ, বার্ধক্য, পঙ্গুত্বের কারণে উপার্জনে অক্ষম অথবা উপার্জন দ্বারা তার প্রকৃত প্রয়োজন পূরণ করতে অক্ষম এমন ব্যক্তি ও আশ্রয়হীন শিশু।

৩ যাকাত বিভাগের কর্মচারীদের বেতন-ভাতা : যাকাত আদায় এবং বণ্টনের কাজে যারা সার্বক্ষণিক নিযুক্ত।

৪ যাদের মন জয় করা প্রয়োজন (নওমুসলিমদের স্বনির্ভর করা) : সংগতিহীন নওমুসলিমকে স্বনির্ভর করতে যাকাত থেকে আদায়কৃত অর্থ ব্যয় হতে পারে।

৫ দাসমুক্তি : বিখ্যাত তাফসীরকার আল্লামা আসাদের তাফসীর অনুসারে যাকাত গ্রহণে উপযুক্ত দাস বা বন্দি হলো—যারা পরিস্থিতি বা পরিবেশের বন্দি বা শিকার। অর্থাৎ ভূলুণ্ঠিত, পরিচিত, দুর্গম-দূরবর্তী অভাবগ্রস্ত এলাকার দুস্থ-অসহায় বাসিন্দা।

৬ ঋণমুক্তি : যারা নিজেদের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণে ঋণ করেছে কিন্তু তা পরিশোধে অক্ষম এবং বন্যা-প্লাবন, মহামারি, অগ্নিকাণ্ডসহ যে-কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার।

৭ জনকল্যাণমূলক কাজ, ইসলাম প্রচার ও প্রতিষ্ঠা : 'ফি সাবী লিল্লাহ' বা আল্লাহর পথে। 'আল্লাহ নির্দেশিত পথে প্রতিটি জনকল্যাণকর কাজে, দ্বীন ইসলামের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে যত কাজ করা সম্ভব সেই সব ক্ষেত্রেই যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।'

—ইসলামের অর্থনীতি : আল্লামা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, পৃষ্ঠা ২৭৭

৮ মুসাফির : 'ইবনুস সাবীল' বা নিঃস্ব পথিকদের জন্যে। অর্থাৎ যে পথিক বা মুসাফির যাত্রাপথে নিঃসম্বল হয়ে পড়েছে।

সম্পদের কতটা যাকাত দিতে হবে?

যাকাত ফরজ হয়েছে, এমন সব সম্পদের মূল্য হিসাব করে সর্বমোট মূল্যের ২.৫% বা শতকরা আড়াই ভাগ অর্থ যাকাত দিতে হবে। যাকাতের নিয়ত না করে নিজের সকল সম্পদ দান করলেও যাকাত আদায় হবে না।

যাকাত ক্যালকুলেটর

ওশর ॥ ফসলের যাকাত

২৮ মণ পাঁচ সের ফসল হাতে এলে ফসলের যাকাত বা ওশর দিতে হবে। যে-সব জমি প্রাকৃতিক উপায়েই (বৃষ্টি, নদী-নালা বা খাল, ঝর্না ইত্যাদির পানিতে বা প্রাকৃতিকভাবে) সিক্ত ও চাষোপযোগী, কেবল সে-সব জমির ফসলের এক-দশমাংশ ওশর দিতে হবে। আর যে জমিতে কৃত্রিম উপায়ে (পশু বা যন্ত্র ব্যবহার করে; শ্রম বা মজুরির বিনিময়ে) পানি সেচ করতে হয়, সে জমির ফসলের ২০ ভাগের একভাগ ওশর আদায় করতে হবে।

আদায় করবেন কীভাবে?

আন্দাজ-অনুমানের ভিত্তিতে বা আগের বছরের সমপরিমাণ নয়, হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। ইচ্ছামতো যাকে-তাকে দিলেও যাকাত আদায় হবে না। আল্লাহ নির্ধারিত আটটি খাতে এ অর্থ ব্যয় করতে হবে। যাকাত আদায় যেমন ফরজ, তেমনি সঙ্ঘবদ্ধভাবে আদায় করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

যাকাতের শুদ্ধাচার

যাকাত করুণার দান নয়, দয়াদাক্ষিণ্যও নয়; ধনীর সম্পদে বঞ্চিতের অধিকার।

জনকল্যাণমূলক কাজ হিসেবে মসজিদ, হাসপাতাল, মাদ্রাসা, বৃদ্ধাশ্রম, এতিমখানার ভবন নির্মাণে যাকাতের অর্থ ব্যয় করার সুযোগ নেই। কারণ যাকাতের আটটি খাতের মধ্যে ভবন বা স্থাপনা নির্মাণের কথা উল্লেখ নেই।

যাকাত প্রদান করতে গিয়ে আত্মপ্রচারণা ঠিক নয়। ব্যানার ঝুলিয়ে, সাইনবোর্ড লাগিয়ে, মাইকিং করে যাকাত দানের বিষয়টি প্রচার করা মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়।

যাকে যাকাত দিয়ে সাহায্য করা হবে, তাকে জানানোর কোনো বাধ্যবাধকতা নেই যে, এটা যাকাতের অর্থ। প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত—যাকাত গ্রহণকারী ব্যক্তি বা পরিবারকে এমনভাবে স্বাবলম্বী করা, যেন একসময় তারাই যাকাতদাতা হতে পারেন। কোনোভাবেই গ্রহীতাকে হেয় বা লজ্জিত করা যাবে না।

উপার্জন অথবা নগদ অর্থ না থাকলে নির্ধারিত পরিমাণ যাকাতযোগ্য সম্পদ/ অলংকার বিক্রি করে হলেও যাকাত আদায় করুন।

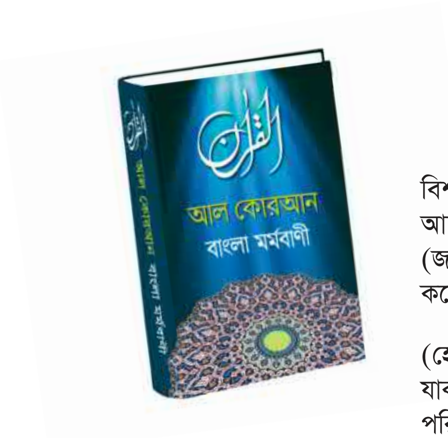

কোরআনে যাকাতের প্রসঙ্গ

বিশ্বাসীরা নামাজ কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং আখেরাতে (জবাবদিহিতায়) নিশ্চিতভাবেই বিশ্বাস করে। —*সূরা নমল : ৩*

(হে নবী!) তুমি তাদের ধনসম্পত্তি থেকে যাকাত গ্রহণ করে তাদেরকে পবিত্রতা ও পরিশুদ্ধির পথে এগিয়ে দাও। তুমি তাদের জন্যে দোয়া করো এবং তোমার দোয়া তাদের অন্তরকে প্রশান্ত করবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব শোনেন, সব জানেন। ওরা কি জানে না যে, একমাত্র আল্লাহই তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করতে পারেন? নিশ্চয়ই তিনি যাকাতের (সত্যিকার) গ্রহীতা এবং বান্দার তওবা কবুলকারী ও তার ওপর করুণা বর্ষণকারী। —*সূরা তওবা : ১০৩-১০৪*

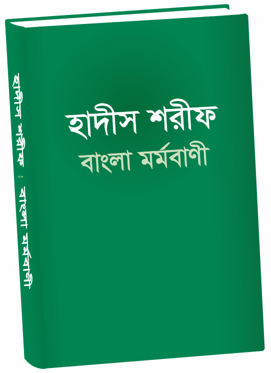

হাদীসে যাকাতের প্রসঙ্গ

তোমরা সন্তুষ্টচিত্তে যাকাত আদায় করো। —*জারির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত; মুসলিম, নাসাঈ*

যে ব্যক্তি তার সম্পদের যাকাত প্রদান করে, তার সম্পদের দোষ দূর হয়। —*ইবনে খুজায়মা, তাবারানী*

যার যাকাত ফরজ হবে সে যদি যাকাত আদায় না করে, তবে মহাবিচার দিবসে চূড়ান্ত বিচার সম্পন্ন হওয়ার আগেই কঠিন শাস্তি চলতে থাকবে। তারপর তার গন্তব্য জাহান্নাম বা জান্নাত তার দৃষ্টিগোচর হবে। —*আবু হুরায়রা (রা) বর্ণিত; মুসলিম*

নবীজী (স) মুয়াজ ইবনে জাবলকে ইয়েমেনে পাঠানোর সময় সুস্পষ্টভাবে বলে দেন যে, তারা যদি ইসলাম গ্রহণ করে, তবে তাদের বলবে—আল্লাহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ এবং যাকাত আদায় ফরজ করেছেন। তাদের মধ্যে যারা ধনী, তাদের কাছ থেকে যাকাত আদায় করে গরিবদের মধ্যে বণ্টন করা হবে। —*আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত, বোখারী, মুসলিম*

যাকাত কেন গুরুত্বপূর্ণ?

- যাকাত ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভের অন্যতম।
- সমাজের অভাবীদেরকে সচ্ছল ও অর্থনীতিকে গতিশীল করে যাকাত।
- পারস্পরিক সমমর্মিতা ও সম্প্রীতির চর্চা বাড়ায়।
- যাকাত আদায় করা বিশ্বাসীর পরিচয়। কোরআনে বিশ্বাসীর পরিচয় বর্ণনায় বার বার বলা হয়েছে—তারা নামাজ কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে।
- বিশ্বাসীরা লোভ, কার্পণ্য ও স্বার্থপরতা থেকে মুক্ত হওয়ার সুযোগ পায়।

অপরের কল্যাণচিন্তা ও ত্যাগের মানসিকতা গড়ার প্রশিক্ষণ যাকাত

আল্লামা শেখ ড. ইউসুফ আল-কারযাভী

বিশ্বখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ

আমার বিশ্বাস, আল্লাহপ্রদত্ত এবং মানবসৃষ্ট যত ধরনের নিয়মনীতি ও বিধান পৃথিবীতে এসেছে, তার মধ্যে যাকাত অনন্য। অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, আদর্শিক, এবং ধর্মীয়—প্রতিটি বিষয়ের এক অপূর্ব সমন্বয় হলো যাকাত।

অর্থের নিশ্চিত ধারাবাহিক এবং স্থায়ী একটি উৎস যাকাত। যে-কোনো অক্ষমতা, দুর্ঘটনা ও দুর্যোগে ব্যক্তিমানুষের জন্যে ঢাল হয়ে দাঁড়ায় এটি। প্রত্যেকের মাঝে এই অনুভূতি সঞ্চার করে—যার পর্যাপ্ত আছে সে অভাবীকে দান করবে এবং যে সামর্থ্যবান সে দুর্বলের কষ্ট ঘোচাবে।

অপরের কল্যাণচিন্তা ও ত্যাগের মানসিকতা গড়ার প্রশিক্ষণ হিসেবে কাজ করে যাকাত। ঈর্ষা ও ভোগবিলাসের বিপরীতে এটি ধারালো তরবারির মতো। সবচেয়ে বড় কথা, যাকাত আদায়ের মাধ্যমে বিশ্বাসীরা স্রষ্টার সন্তুষ্টির সুযোগ পায়।

তার রচিত বই 'ফিকহ্ আয-যাকাহ্' থেকে (২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩২১)

আসুন সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত দেই

ড. এম শমশের আলী

শিক্ষাবিদ, পরমাণুবিজ্ঞানী

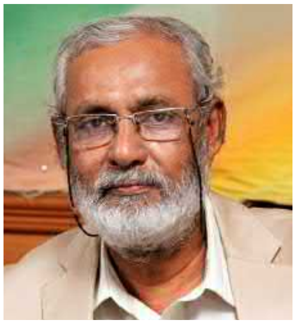

যাকাত হিসাব করে দিতে হবে। কাউকে কিছু টাকা দিয়ে দিলাম, কোনো বিপদে একটু-আধটু সাহায্য করলাম— এভাবে নয়। সারাবছর নিজের ও পরিবারের সকল ভরণপোষণের ব্যয় বাদে যে উদ্বৃত্ত অর্থ-সম্পদ থাকে, তার ওপর ২.৫% হিসাব করে যাকাত দিতে হবে।

আর যেখানে যাকাত দিলে আপনার মনে কোনো সন্দেহ বা প্রশ্ন থাকবে না যে, উপযুক্ত খাতে ভালোভাবে ব্যয় হলো কিনা, সেখানেই যাকাত দিন।

আমরা সবাই যাকাতের টাকা যদি সঠিকভাবে দেই এবং সুষ্ঠুভাবে ব্যয় করি, তাহলে কোনো দারিদ্র্য থাকবে না। আমাদেরকে কোথাও হাত পাততে হবে না। দেশ দরিদ্র হবে না, দেশের মানুষও দরিদ্র হবে না। আসুন, আমরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত দেই।

সঙ্ঘবদ্ধ যাকাতে স্বাবলম্বী হচ্ছেন হাজারো মানুষ

নিজের ভরণপোষণে অক্ষম এমন হাজারো মানুষের সম্মানজনক স্বাভাবিক জীবনযাপনকে নিশ্চিত করছে কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রম। খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও যত্নায়নের পাশাপাশি স্বনির্ভর হতে সাহায্য করছে দুস্থ জনগোষ্ঠীকে। এর আওতাভুক্ত কিছু সেবা কার্যক্রমের বিবরণ :

বান্দরবানের রাজবিলায় এবং লামায় পরিচালিত হচ্ছে প্রবীণসেবা কার্যক্রম। এতে **৯১ জন** অসহায় প্রবীণের সার্বিক দেখভাল করা হচ্ছে।

১,৭৮৬ জনের ছানি অপারেশনসহ চক্ষু চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন **১৩,২৪০** জন

৫,৪৩,৮৬৩ জন দরিদ্র রোগী চিকিৎসাসেবা পেয়েছেন

মাতৃমঙ্গল কার্যক্রমে চিকিৎসা ও পুষ্টি সহায়তা পেয়ে **৩৫,৭৬৬** জন দুস্থ প্রসূতি সুস্থ সন্তান জন্ম দিয়েছেন

ছেলেশিশুদের পাশাপাশি চার শতাধিক মেয়েশিশু রয়েছে কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে

- **আড়াই সহস্রাধিক** সুবিধাবঞ্চিত ও এতিম শিক্ষার্থী পড়াশোনা করছে বান্দরবান লামার কোয়ান্টাম কসমো স্কুলে। তাদের **১৭৪ জন** পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও বুয়েটে।
- সারাদেশে **১,৭২২ জন** মেধাবী অসচ্ছল শিক্ষার্থী পেয়েছে শিক্ষাবৃত্তি।
- ঢাকার পরিচ্ছন্নতাকর্মীদের সন্তানদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজধানী আদর্শ বিদ্যাপীঠ-এর সার্বিক পরিচালনার দায়িত্বসহ এ পর্যন্ত **১,৬২০ জন** শিক্ষার্থীকে শিক্ষা সহায়তা দিয়েছে কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রম।

বান্দরবান লামায় ইমাম গাজ্জালি (র) হাফেজিয়া মাদ্রাসায় বর্তমানে **৩৩টি** ছেলেশিশু কোরআন হিফয করছে।

২০২২ সালে সিলেটের বন্যায় **৩,৩০৪টি** পরিবারে ত্রাণ দেয়া হয়েছে

১,৬৬,০০৪টি শীতবস্ত্র ও অন্যান্য বস্ত্র বিতরণ করা হয়েছে

স্বনির্ভরায়ন প্রকল্পের আওতায় **৩২,৩২৫** জনকে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করেছে কোয়ান্টাম

দেশের বিভিন্ন স্থানে সম্বলহীন **৩,০৮৭টি** পরিবারকে বাড়ি তৈরি করে দেয়া হয়েছে

খুলনার আলমগীর হোসেন। তিনি শারীরিক প্রতিবন্ধী। জীবিকার তাগিদে একসময় ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তাকে ঋণমুক্ত করার পাশাপাশি অটোরিকশা প্রদান করে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে কোয়ান্টাম।

যাকাত সম্পর্কে আপনার প্রশ্ন ? গুরুজীর উত্তর

প্রশ্ন : অসহায় অনেক মানুষ তো আমার চারপাশেই আছে। তাদেরকে বাদ দিয়ে আমি কোয়ান্টামে কেন যাকাত দেবো? কীভাবে বুঝব, কোয়ান্টাম সঠিকভাবে যাকাতের টাকা দুস্থদের মাঝে বণ্টন করছে?

উত্তর : কোয়ান্টাম সঠিকভাবে কাজটি করছে কিনা, এটা জানতে চাওয়ার জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। ১৯৯৬ সালে যখন আমরা যাকাত কার্যক্রম শুরু করি, সেবাখাতগুলো তখন থেকেই সবার জন্যে উন্মুক্ত। যে-কেউ এখানে দান করতে পারেন। কোথায় কী সেবাকাজ হচ্ছে তা যদি আগ্রহী কেউ জানতে চান, সেই সুযোগও রয়েছে।

আমাদের বুলেটিন, ব্রোশিওর, ওয়েবসাইট, ভিডিও ডকুমেন্টারিতে নিয়মিত ভিত্তিতে হালনাগাদ তথ্যগুলো প্রকাশিত হয়। আবার মাতৃমঙ্গল, চিকিৎসাসেবা, প্রবীণসেবা কার্যক্রম, বান্দরবান লামায় আড়াই সহস্রাধিক ছেলেমেয়ের লালনপালন, হাফেজিয়া মাদ্রাসা ইত্যাদি সেবাকাজ যে-কেউ নিজ দায়িত্বে সরাসরি দেখে আসতে পারেন।

বিনয়ের সাথে বলতে পারি, আমরা শুরু থেকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছি আর্থিক স্বচ্ছতা এবং প্রকৃত অসহায়ের কাছে সাহায্য পৌঁছে দেয়ার বিষয়টি। আর এজন্যে আমাদের কাজগুলোতে ও কোয়ান্টামে যাকাতদাতাদের জীবনে বরকত এত বেশি।

ব্যক্তি-উদ্যোগের সাথে সজ্ঘের পার্থক্য এখানেই। ব্যক্তির তৎপরতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিছুদিন পর ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে, কখনো কখনো হয়তো থেমেই যায়। এমন উদাহরণ কম নয়। তবে সজ্ঘ বহমান কাজের অন্যতম উৎস। অনেক মানুষের মেধা-শ্রম-অর্থ যুক্ত হয় বলে সজ্ঘবদ্ধ সেবা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

তাই যথাযথভাবে যাকাত আদায় করতে চাইলে এ বিষয়গুলো ভাবুন এবং সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। মনে রাখতে হবে, কোথায় এবং কীভাবে দানের অর্থ ব্যয় করা হলো, সেই জবাবদিহিতা থেকে দাতা দায়মুক্ত নয়।

প্রশ্ন : যাকাত ইসলাম ধর্মের একটি নির্দেশ। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী, পাহাড়ি, ধর্মহীন মানুষকে কি যাকাতের টাকা দেয়া যায়?

উত্তর : যাকাত অবশ্যই ইসলাম ধর্মের নির্দেশ। কিন্তু যাকাতগ্রহীতার ক্ষেত্রে কোনোরকম জাতপাত ও ধর্ম বিবেচ্য নয়। আল্লাহ তায়ালা যাকাত ব্যয়ের যে আটটি খাত নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন তাতে ফকির-মিসকিন বলা হয়েছে। ঈমানদার ফকির-মিসকিন বলা হয় নি।

খোলাফায়ে রাশেদার আমলে খেলাফতে বসবাসকারী ধর্ম-গোত্র নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির ন্যূনতম প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব রাষ্ট্র বহন করেছে। বায়তুল মাল বা রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে এ প্রয়োজন পূরণ করা হতো। আর যাকাতের অর্থ বায়তুল মালেই জমা হতো। তাই যে-কোনো দুস্থ ও নিঃস্ব মানুষের কল্যাণে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

> ব্যক্তির তৎপরতা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিছুদিন পর ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে, কখনো কখনো হয়তো থেমেই যায়। তবে সজ্ঘ বহমান কাজের অন্যতম উৎস। অনেক মানুষের মেধা-শ্রম-অর্থ যুক্ত হয় বলে সজ্ঘবদ্ধ সেবা বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

প্রশ্ন : ব্যক্তিগতভাবে গরিবদের লুঙ্গি, শাড়ি বা দরিদ্র আত্মীয়দের কিছু টাকা যাকাত হিসেবে দেয়াটা কি ঠিক?

উত্তর : যাকাতের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে যাকাতগ্রহীতাকে স্বাবলম্বী করে গড়ে তোলা। সদকা খয়রাতের জন্যে বা লাইনে মারামারির মধ্য দিয়ে শাড়ি-লুঙ্গি বিতরণের জন্যে যাকাত নয়। যাকাত এমনভাবে আদায় করতে হবে—এবছর যে যাকাত গ্রহণ করল, পরের বছর তাকে যেন আর যাকাত গ্রহণ করতে না হয়। ব্যক্তিগতভাবে কিছু শাড়ি, লুঙ্গি বা টাকা প্রদান করলে কখনো দারিদ্র্য বিমোচন হবে না। তাই এভাবে যাকাত দেয়াটা শরীয়তসম্মত নয়।

যাকাত সম্পর্কে আরো জানতে ভিজিট করুন

zakat.quantummethod.org.bd

প্রশ্ন : আত্মীয়স্বজন কি যাকাত পাওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে?

উত্তর : প্রথমত পিতামাতা, দাদা-দাদি, নানা-নানিস্থানীয় ঊর্ধ্বতন সকল পরিজন এবং পুত্রকন্যা, নাতি-নাতনিস্থানীয় অধস্তন পরিজনদের যাকাত দেয়া যাবে না। অন্যান্য পরিজনদের ক্ষেত্রে কোরআন ও হাদীসে যাকাত নয়, সদকা দিতে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। নবীজী (স) বলেন, উত্তম সদকা হচ্ছে নিজের পরিবার ও আত্মীয়দের জন্যে ব্যয়।

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা দিয়ে সুন্নতে খতনা বা গরিব পরিবারের কোনো মেয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করা যাবে কিনা?

উত্তর : যাকাতের টাকা দিয়ে সুন্নতে খতনার প্রয়োজন নেই। দরিদ্র-অসহায়কে খতনা সেবা দেয়ার জন্যে ভিন্ন ফান্ড আমাদের আছে।

তবে দরিদ্র পরিবারের মেয়েকে বিয়ে দেয়ার জন্যে যাকাত দেয়া যাবে। কারণ যাকাতের একটি খাত হচ্ছে ফকির বা দুস্থ। দুস্থ হলেই হলো, তার যে-কোনো কল্যাণে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।

প্রশ্ন : যাকাতের টাকা মাসে মাসে দিতে হয়? নাকি শুধু রমজান মাসে দিতে হয়?

উত্তর : যাকাত কোনো মাসিক অনুদান নয়। চান্দ্রবছরের যে মাস থেকে হিসাব শুরু করবেন, তার পরবর্তী ১২ মাসের জমানো অর্থের ওপরে একসাথে যাকাত দিতে হবে। কোনো কারণে নগদ টাকা না থাকলে সাধ্যমতো যত দ্রুত সম্ভব শোধ করতে হবে। এটা কিস্তি হিসেবে জমিয়ে রাখা ঠিক নয়।

যাকাত যে-কোনো মাসে দিতে পারেন। তবে রমজান মাসে যে-কোনো ভালো কাজের পুণ্য ৭০ গুণ বেশি। যাকাত যেহেতু ফরজ, রমজান মাসে এই ফরজের সাথে আরো ৭০ গুণ বেশি পুণ্য যোগ হয়। তাই রমজানে যাকাত আদায় করা বেশি বরকতময়।

প্রশ্ন : যাকাত আমার জন্যে ফরজ নয়। তারপরও এই খাতে দান করলে সেটা কি যাকাত হিসেবে গণ্য হবে?

উত্তর : যাকাত ঐচ্ছিক কোনো দান নয়, এটি বাধ্যতামূলক একটি দান। কারো ওপর যাকাত ফরজ হলে তা আদায় করা অবশ্য কর্তব্য।

আর ফরজ না হওয়া সত্ত্বেও আপনি যদি এতে অর্থ জমা দেন, সেটা হবে দান। দানের সওয়াব আপনি অবশ্যই পাবেন।

যাকাতদাতার অনুভূতি

সম্পদের প্রবৃদ্ধি হয়েছে বহুগুণ

মো. রবিউল ইসলাম
উপ প্রশাসনিক কর্মকর্তা
জেলা প্রশাসন কার্যালয়, যশোর

২০১৪ সালে ব্যক্তিগত প্রয়োজনে আমি ব্যাংক থেকে এক লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলাম। সময়মতো কিস্তি দিতে না পারায় সুদসহ ঋণ বেড়ে গেল অনেক। একপর্যায়ে ব্যাংক থেকে চূড়ান্ত নোটিশ এলো, আমার নামে মামলা করা হবে।

এরকম অসহায় অবস্থায় কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন যশোর শাখায় সাহায্যের আবেদন করি এবং তারা পুরোপুরি ঋণশোধের ব্যবস্থা করে। পরবর্তী তিন বছরে কোনো চাপ ছাড়াই কোয়ান্টামের ঋণ শোধ করি।

এরপর একদিন সাদাকায়নের আলোচনা থেকে জানতে পারি—যাকাত দিলে সম্পদ বাড়ে। তখন আমার যাকাত ছিল মাত্র ১,১২৫ টাকা। সেটাই আমি কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রমে জমা দেই ২০১৮ সালে। পরের বছর জমি কিনতে কিছু অর্থ জমাই। এখান থেকে ২৪ হাজার টাকা যাকাত দেই কোয়ান্টামে। এরপর দেখলাম, জমি তো কেনা হলোই, সেইসাথে সম্পদ এবং আয়ে বরকতও বাড়ছে। ২০২২ সালে আমি যাকাত দিয়েছি ৭৫ হাজার টাকা। শোকর আলহামদুলিল্লাহ!

একবার একজন আমার বেশ কিছু টাকা নিয়ে কোনোভাবেই ফেরত দিচ্ছিল না। সে-বছর আমি সেই টাকারও যাকাত দিলাম কোয়ান্টামে। এরপর সে নিজেই এসে টাকা ফেরত দিল। এতে আমার বিশ্বাস আরো বেড়ে গেল। তাই আমি ও আমার স্ত্রী সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যাকাতের পুরো অর্থ আমরা সবসময় কোয়ান্টামেই দেবো ইনশাআল্লাহ।

জীবনে অনেক সাফল্য এসেছে

মোছা. মাহবুবা আক্তার
সহকারী শিক্ষক, কয়লাঘাটা সরকারি
প্রাথমিক বিদ্যালয়, খুলনা

আল্লাহ নির্ধারিত যাকাতের আটটি খাত যথাযথভাবে অনুসরণ করছে কোয়ান্টাম। একথা জানার পর ২০১৫ সাল থেকে এখানে যাকাত দিচ্ছি। কোয়ান্টামে যাকাতের অর্থ জমা দেয়ার পর থেকে আমার জীবনে অনেক সাফল্য এসেছে। আগে প্রতি মাসে অন্যের কাছ থেকে আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হতো। আল্লাহর রহমতে এখন আমার অর্থ-সম্পদে সমৃদ্ধি এসেছে। চারটি ফ্ল্যাটের মালিক হয়েছি। প্রতিবছর আমার যাকাতের পরিমাণ বাড়ছে। শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক সব দিক থেকে জীবনের ভালো সময় কাটাচ্ছি।

যাকাতের পুরো অর্থই কোয়ান্টামে জমা দেই

মৌমিতা হক স্বর্ণা
প্রকৌশলী, ঢাকা

কোয়ান্টামে যুক্ত হওয়ার পর আমার যাকাতের পুরো অর্থ এখানেই জমা দেই। কেননা এখানে যাকাত ও দানের প্রতিটি টাকা অসহায় মানুষের যথাযথভাবে ব্যয় করা হয়। স্বচ্ছতার সাথে সঙ্ঘবদ্ধভাবে সমাজের উন্নতিতে কাজ করছে কোয়ান্টাম। ফলে যাকাতদাতা হিসেবে নিজের ভেতরে তৃপ্তি ও প্রশান্তি কাজ করে।

যাকাতগ্রহীতাদের পরিবর্তন দেখে আমি অনুপ্রাণিত

মো. শহীদ ইমাম
অধ্যক্ষ, আব্দুল ওহাব গাজী শিশু বিদ্যালয়, ঝালকাঠি

যাকাত দিতে হবে এমনভাবে যেন যাকাতগ্রহীতা পুরোপুরি ঘুরে দাঁড়াতে পারেন—কোয়ান্টামে এ আলোচনা শোনার পর এখানে যাকাত দিতে উদ্বুদ্ধ হই। অভিজ্ঞতায় দেখেছি, এতিমখানায় লালিত-পালিত মানুষ উপার্জনক্ষম হওয়ার পরও এতিমই থেকে গেছে। তার অবস্থার তেমন কোনো পরিবর্তন হয় নি।

কিন্তু কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন যে শিশুদের দায়িত্ব নিয়েছে, তারা লেখাপড়া শিখে স্বাবলম্বী হচ্ছে, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার হচ্ছে, সমাজে অবদান রাখছে। তাদের অবস্থার আমূল পরিবর্তন দেখে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি অত্যন্ত অনুপ্রাণিত।

২০১৩ সাল থেকে আমি কোয়ান্টামে নিয়মিত যাকাত দেই এবং পরিচিতদের কাছ থেকে যাকাত সংগ্রহও করি। একসময় দেশকে শত্রুর হাত থেকে মুক্ত করার জন্যে যুদ্ধ করেছি। এখন মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করতে কাজ করছি। এ উপলব্ধি আমার আনন্দ ও কাজের উৎসাহ বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়।

বিশ্বাসযোগ্য জায়গা কোয়ান্টাম

মোহাম্মদ মোফাজ্জল সারওয়ার
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজি বিভাগ
বরিশাল সরকারি মহিলা কলেজ

কোয়ান্টামে এসে বুঝতে পারলাম, সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত দিলে সত্যিকারভাবে দারিদ্র্য বিমোচন সম্ভব। কোয়ান্টামের সেবাখাতগুলো দেখার সুযোগ আমার হয়েছে। আমি লামাতেও গিয়েছি। দানের ক্ষেত্র হিসেবে কোয়ান্টামের চেয়ে বিশ্বাসযোগ্য জায়গা আমি আর পাই নি।

সবচেয়ে বড় কথা, এখানে সম্পৃক্ত হলে সম্মিলিতভাবে যাকাত আদায়ের ধর্মীয় দিকটা সহজেই পূরণ হচ্ছে। তাই ২০১৮ সাল থেকে আমি এখানেই যাকাতের অর্থ জমা দেই। আমি বিশ্বাস করি, সহিহভাবে যাকাত আদায়ের ফলে আমার সম্পদ ও সামর্থ্য দিন দিন বেড়েছে।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায়ে অন্যদেরকেও উৎসাহিত করি

মো. নজরুল ইসলাম
ব্যবসায়ী, চট্টগ্রাম

২০০৪ সাল থেকে আমি কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনে যাকাতের অর্থ প্রদান করছি। তখন আমি ক্ষুদ্র পরিসরে ব্যবসা করতাম। দেড় যুগের পরিক্রমায় এখন আমার তিনটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

কোয়ান্টামে যাকাত আদায়ের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি ও পরিবারকে যেমন স্বাবলম্বী করছে, তেমনি অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। তাই কোয়ান্টামে নিজে যাকাত দেয়ার পাশাপাশি সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত আদায়ে আমি অন্যদেরকেও উৎসাহিত করি।

সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত দিন

আপনার সহযোগিতায় বদলে যাক বঞ্চিত শিশুদের জীবন

দুর্গম পাহাড়ি জনপদের একটি হাফেজিয়া মাদ্রাসা। থাকা-খাওয়া, হিফয শিক্ষা সব ব্যবস্থা এক ছাদের নিচেই। একদিন এক মা এলেন মাদ্রাসায় তার ছেলেকে দেখতে। ছোট্ট ছেলেটি ছুটে এসে মাকে একটি সেদ্ধ ডিম দেখাল। আর উচ্ছ্বাসের সাথে জানাল, এখানে প্রতিদিন একটি করে মুরগির ডিম খেতে দেয়। মাকে দেখাবে বলে এই ডিমটা না খেয়ে সে লুকিয়ে রেখেছে। ছেলের হাসিমুখ দেখে মায়ের মন ভরে গেল।

এ ঘটনা বান্দরবান লামার ইমাম গাজ্জালি (র) হাফেজিয়া মাদ্রাসার। এরকম ঘটনা সেখানে কম নয়। এ হাফেজিয়া মাদ্রাসায় পড়তে আসার আগে কোনো কোনো শিশুর জন্যে একবেলার খাবার পাওয়াও কঠিন ছিল।

এমন দুস্থ-বঞ্চিত পরিবারের ৩৩টি ছেলেশিশুকে কোরআনের হাফেজ হিসেবে গড়ে তুলতে ২০২২ সালে নির্মিত হয়েছে ইমাম গাজ্জালি (র) হাফেজিয়া মাদ্রাসা। কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও পরিচালনায় এ মাদ্রাসায় রয়েছে কোরআন হিফয পাঠদান, স্বাস্থ্যকর খাবার, পোশাক, চিকিৎসা, যত্নায়ন, নৈতিক শিক্ষাসহ সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা।

কোরআনের প্রকৃত জ্ঞানে জ্ঞানী করে তোলার পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানের হাফেজ হিসেবে গড়ে তোলাই এ মাদ্রাসার লক্ষ্য। এর সার্বিক ব্যয় নির্বাহ করা হচ্ছে কোয়ান্টাম পরিবারের সদস্য ও শুভানুধ্যায়ীদের সঙ্ঘবদ্ধ যাকাতের একটি অংশ থেকে। যে শিশুদের জীবন কাটত অনাহারে-অর্ধাহারে, আজ তারাই আলোকিত জীবন গড়ার স্বপ্ন দেখছে।

এভাবেই যাকাতের অর্থে দেশজুড়ে কোয়ান্টামের উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে নানামুখী সেবা কার্যক্রম। তাই সঙ্ঘবদ্ধভাবে যাকাত দিন। যাকাতের পুরো অংশ জমা দিন কোয়ান্টাম যাকাত কার্যক্রমে। আপনার যাকাতের অর্থে স্বনির্ভর হোক লাখো পরিবার। বদলে যাক সারাদেশের বঞ্চিত শিশুদের জীবন।

ইমাম গাজ্জালি (র) হাফেজিয়া মাদ্রাসায় অধ্যয়নরত শিশুদের একাংশ

যাকাতের অর্থ জমা দিন

A/C # 3556-102-000044,
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, পূবালী ব্যাংক লি., ইসলামিক উইন্ডো, প্রিন্সিপাল ব্রাঞ্চ।

প্রবাসীদের জন্যে— SND A/C#11731050003896,
কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন, প্রাইম ব্যাংক, মৌচাক শাখা, বাংলাদেশ। SWIFT : PRBLBDDH013

যাকাতের অর্থ সারাদেশে কোয়ান্টাম অফিসে সরাসরি দানের পাশাপাশি আপনি অনলাইনেও পাঠাতে পারেন
donate.qm.org.bd

01315-393646
বিকাশ ও নগদ
Payment/ Merchant payment
Counter No-1

কোয়ান্টাম বুলেটিন : ফেব্রুয়ারি-মার্চ ২০২৩ ॥ সম্পাদক : অধ্যাপিকা খাদিজা মাহ্‌তাব ॥ নাহার আল বোখারী, মহাপরিচালক, কোয়ান্টাম ফাউন্ডেশন কর্তৃক ৩১/ভি শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন সড়ক, শান্তিনগর, ঢাকা-১২১৭ থেকে প্রকাশিত ও উইন্ডোজ প্রিন্টিং সেন্টার থেকে মুদ্রিত ॥ **শুভেচ্ছা মূল্য - ১০ টাকা**
Phone : 222221441, 222225756, 01714-974333, 01711-671858, 09613-002025 ■ **E-mail :** bulletin@quantummethod.org.bd